যুগান্তর

তারিখ 14 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

# ইউজিসির নির্দেশ উপেক্ষা করে বাকৃবিতে নিয়োগ

এসএম আশিফুল ইসলাম, *বাকৃবি থেকে*

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) সব ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার কঠোর নির্দেশ দিলেও তা উপেক্ষা করেই চলছে নিয়োগ কার্যক্রম। ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) জানান, এ বিষয়ে প্রমাণ পেলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, ইউজিসির নির্দেশনা আসার আগেই নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যোগদানপত্র দেয়া হয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিজে মুক্তিযোদ্ধা হয়েও কর্মচারী নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা পূরণ করেননি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা। জানা গেছে, ২৮৭ জন কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়ার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিয়ম ভঙ্গ করে ৩০৮ জনকে নিয়োগ দেয়। অনিয়ম, দুর্নীতি ও টাকার বিনিময়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে— এমন অভিযোগ উঠায় ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিয়োগ স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করে গত ৩ মার্চ। ওই স্থগিতাদেশে বলা হয়, ভিসির বিরুদ্ধে নিয়োগ নিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ওঠায় এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকৃবির সব ধরনের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই নির্দেশনা বহাল থাকবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে ভিসিকে এর দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু এমন কঠোর নির্দেশনা সত্ত্বেও গত ২ মার্চ থেকে প্রায় প্রতিদিনই নিয়োগপ্রাপ্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, বিভাগ ও খামারে কাজে যোগদান করেছেন। নিয়োগপত্র পাওয়া ব্যক্তিরা যোগদানের জন্য গেলে শুরুতে যোগদানপত্র গ্রহণ না করলেও পরবর্তীতে অফিসিয়াল অর্ডার আসায় তাদের নিয়োগপত্র গ্রহণ করে অনেক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ীভাবে (মাস্টার রোল) কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় দুই শতাধিক। তাদের অনেকেই দশ থেকে পঁচিশ বছর ধরে অস্থায়ীভাবে কাজ করে যাচ্ছেন চাকরি স্থায়ীর আশায়। কিন্তু তাদের চাকরি স্থায়ী না করে টাকার বিনিময়ে ঢালাওভাবে অযোগ্যপ্রার্থীদের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি এক পদে আবেদন করে অন্য পদে চাকরি পেয়েছেন এমন কর্মচারীর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। যেমন মো. আরিফুল আলম নামের এক ব্যক্তি সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে আবেদন করে চাকরি পেয়েছেন মাইক্রোফোন অপারেটর পদে। এ বিষয়ে ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ফেরদৌস জামান যুগান্তরকে বলেন, স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও নিয়ম ভায়োলেট করে নিয়োগ কার্যক্রম চললে অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে। তদন্তের বিষয়ে জানান, তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোহাব্বত খান বিশেষ কাজে আমেরিকা থাকায় তদন্ত এখনও শুরু হয়নি। আগামী ১৬ মার্চ উনি দেশে এলেই তদন্ত শুরু হবে।

**প্রমাণ পেলে কঠোর শাস্তি**

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. আবদুল খালেক জানান, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যোগদানপত্র দেয়া হয়। আর ইউজিসি থেকে ফ্যাক্সযোগে চিঠি পেয়েছি ৪ মার্চ বিকালে। নিয়ম ভঙ্গ হল কিভাবে? এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক নিজে মুক্তিযোদ্ধা হয়েও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা পূরণ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বাকৃবি ইউনিটের ডেপুটি কমান্ডার সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস যুগান্তরকে বলেন, বাকৃবিতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০ শতাংশ কোটায় প্রাপ্য ৮৮ জনের মধ্যে মাত্র ১৮ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।